59899 - অ্যালকোহলযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ও প্রসাধনী সামগ্রী ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন

আমি ভিয়েনার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। ফার্মসী অনুষদে পড়তে গিয়ে আমি আবিষ্কার করেছি যে অধিকাংশ উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যে সামান্য পরিমাণ অ্যালকোহল যুক্ত করা হয়। একাধিক উপাদানের মিশ্রণ ঘটানো, উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ করা অথবা সটেকিে আরো ঘন করার জন্য এমনটি করা হয়। এই উপাদানগুলো হলো: GLYCEROL, SORBIT, XYLIT, MALTIT, VANILIN, TRIACETIN, AGAR AGAR, PETKIN। অন্য একটি প্রশ্ন হলো: ক্রীম, পারফিউম কিংবা সাধারণভাবে প্রসাধনী সামগ্রীতে অ্যালকোহল ব্যবহার করার হুকুম কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

অ্যালকোহল অন্যতম নেশা সৃষ্টকিারী দ্রব্য। সকল নেশা সৃষ্টকিারী দ্রব্যই মদ। মদ হারাম। এখানে অ্যালকোহলের সাথে দুটি বিষয় সম্পৃক্ত:

এক: এটি কি অপবিত্র; নাকি অপবিত্র নয়?

দুই: খাদ্যদ্রব্য ও ঔষধ-পথ্যের সাথে এর মিশ্রণ ঘটালে এর কি কোনো প্রভাব আছে?

প্রথম বিষয়টি হলো: অধিকাংশ আলেম মনে করেন মদের অপবিত্রতা বস্তুগত। কিন্তু সঠিক মত হলো এটি বস্তুগতভাবে অপবিত্র নয়। বরং এর অপবিত্রতা অবস্তুগত বা ভাবগত।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো: যদি অ্যালকোহল ঔষধ ও খাবারের সাথে মেশানো হয় তাহলে হয়তো এর প্রভাব সুস্পষ্ট হবে কিংবা সুস্পষ্ট হবে না। যদি প্রভাব সুস্পষ্ট হয়, তাহলে মেশানো হারাম। এমন খাদ্য বা ঔষধ খাওয়া বা পান করা হারাম হবে।

আর যদি ঐ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য বা ঔষধে অ্যালকোহলের কোনো প্রভাব না থাকে, তাহলে খাওয়া কিংবা পান করা জায়েয হবে। সরাসরি অ্যালকোহল গ্রহণ করা, আর অন্য কিছুর সাথে মিশ্রণের মাধ্যমে ব্যবহার করার মাঝে পার্থক্য রয়েছে। শুধু অ্যালকোহল গ্রহণ করা নাজায়েয; এমনকি যদি পরিমাণে কমও হয়। আর যদি অন্য কিছুর সাথে মেশানো হয় তাহলে

উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী এর হুকুম।

উপরোক্ত বিবরণ সম্বলিত শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ আল-উছাইমীনের ফতোয়া নিম্নরূপ:

শাইখ রাহিমাহুল্লাহ বলেন: ‘এটি সুবিদিত যে, অ্যালকোহল নেশা সৃষ্টকারী উপাদান। সুতরাং এটি মদ। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "প্রত্যেক নেশাকর দ্রব্য হারাম"। অন্য বর্ণনায় আছে: "প্রত্যেক নেশাকর দ্রব্য মদ"। সুতরাং অ্যালকোহল যদি কোনো কিছুর সাথে মিশে নিঃশেষ হয়ে না যায় তাহলে এটি হারাম হয়ে যাবে। কারণ এই মিশ্রণ এতে প্রভাব ফেলেছে। কিন্তু যদি অ্যালকোহল এতে মিশে যায় এবং কোনো ধরনের চিহ্ন প্রকাশ না পায়, তাহলে হারাম হবে না। কারণ আলেমরা এ ব্যাপারে একমত যে, পানিতে যদি নাপাকি মিশ্রিত হয়ে তাতে পরিবর্তন না ঘটায় তাহলে পানি পবিত্র থাকে। অ্যালকোহল ও মিশ্রিত বস্তুর আনুপাতিক হার বড় হতে পারে; আবার ছোট হতে পারে। অর্থাৎ অ্যালকোহল শক্তিশালী হতে পারে, ফলে অল্প পরিমাণও মিশ্রিত বস্তুর উপর প্রভাবশালী হবে। আবার অ্যালকোহল দুর্বল হতে পারে। ফলে বেশি পরিমাণও প্রভাব সৃষ্টি না করতে পারে। বিষয়টি নির্ভর করবে প্রভাবের উপর।

এখানে দুটি মাসয়ালা রয়েছে:

এক: মদ কি বস্তুগত নাপাকি? অর্থাৎ এর থেকে পবিত্র থাকা, কাপড়ে লাগলে সেটি ধৌত করা, গায়ে লাগলে ধুয়ে ফেলা এবং পাত্রে লাগলে সেটি ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব; নাকি ওয়াজিব নয়? অধিকাংশ মাযহাবের আলেমগণ মনে করেন যে মদ বস্তুগতভাবে নাপাক। শরীর, জামা-কাপড়, পাত্র, বিছানা কিংবা অন্য যে কোনো কিছুতে লাগলে সেটি ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব। যেমনিভাবে পেশাব ও পায়খানা কোথাও লাগলে সেটি ধুয়ে ফেলা ওয়াজিব। এক্ষেত্রে তারা আল্লাহর এই বাণী দিয়ে দলীল পেশ করেন:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

“হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, ভাগ্য নির্ণয়ের তীর এগুলো رِجْس (নাপাক), শয়তানী কাজ।”

আয়াতে رِجْس মানে যে নাপাক এর সপক্ষে প্রমাণ হলো আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী:

قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

“বলো: আমার কাছে যে বিধান পাঠানো হয়েছে তাতে হারাম বলে কিছু পাই না এগুলো ছাড়া: মৃত প্রাণী বা প্রবাহিত রক্ত অথবা শূকরের মাংস; যা رِجْس (তথা নাপাক)।”

এছাড়া তারা আবু সা’লাবা আল-খুশানীর হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করে, যিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কাফেরদের পাত্রে খাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: “তোমরা এতে খেয়ো না। তবে তোমরা যদি এছাড়া অন্য

কছিু না পাও তাহলে এগুলো ধুয়ে নয়িে এগুলোতে খয়েো।”

এগুলোতে খাওয়ার ব্যাপারে নষিধে করার কারণ হসিবেে উল্লখে করা হয়ছেে যে তারা এতে মদ, শূকররে গোশত এবং অনুরূপ কছিু এগুলোতে রাখত।

কন্িতু এই বষিয়ে দ্বতিীয় মত হলো মদ ইন্দ্রয়িগ্রাহ্য বা বস্তুগত নাপাকি নয়। এই মতরে পক্ষে দলীল প্রদান করা হয়ছেে যে, যে কোনো বস্তুর মূল অবস্থা হলো পবত্রিতা। কোনো বস্তু হারাম হলইে সটেি নাপাক হয়ে যায় না। নঃিসন্দহেে বষি হারাম। কন্িতু এটি নাপাক নয়। তারা আরও বলনে: শরয়ী মূলনীতি হচ্ছে: প্রত্যকে নাপাক হারাম; কন্িতু সকল হারাম নাপাক নয়। সুতরাং মদ হারাম হলওে নাপাক নয়, যতক্ষণ না এটি নাপাক হওয়ার পক্ষে প্রমাণ প্রতষ্ঠিতি হয়। তারা আরো দললি দয়িছেনে যে, মদ হারাম ঘোষণা করার পর মুসলমিরা বাজারে মদ ঢলেে ফলেে দয়ে; কন্িতু পাত্রগুলো তারা ধৌত করনে।ি বাজারে মদ ফলেে দওেয়া প্রমাণ করে যে মদ নাপাক নয়। কারণ কোন ব্যক্তরি জন্য মুসলমিদরে বাজারে নাপাকি ঢালা জায়যে নইে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে হাদীসরে কারণওে। তনিি বলছেলিনে: “তোমরা দুটি অভশিপ্ত কাজ থকেে দূরে থাকব।ে” সাহাবীরা বলল: ‘হে আল্লাহর রাসূল, সইে দু'টি কী?’ তনিি বললনে: “মানুষরে যাতায়াতরে পথে অথবা (বশি্রাম নওেয়ার) ছায়া বশিষ্টি স্থানে পশোব-পায়খানা করা।” অধকিন্তু তারা এই পাত্রগুলো ধৌত করনে।ি যদি নাপাক হত, তাহলে পাত্রগুলো ধৌত করা আবশ্যক হত। এই মতরে পক্ষে সহহি মুসলমিরে হাদীস দয়িওে প্রমাণ দওেয়া হয়। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক মশক মদ উপহার দলি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানালনে: মদকে হারাম করা হয়ছেে?’ তখন একজন সাহাবী মশকওয়ালার সাথে চুপচেুপে কছিু বলল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললনে: ‘তুমি চুপচেুপে তাকে কী বলল?ে’ সে বলল: আমি তাকে বলছে:ি তুমি এটি বক্রিি করে দাও। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বক্রিি করতে নষিধে করলনে এবং বললনে: “আল্লাহ যখন কোনো কছিু হারাম করনে তখন এর মূল্যও হারাম করনে।” হাদীসটি এভাবে কংিবা এর কাছাকাছি অর্থে বর্ণতি হয়ছেে। এরপর লোকটি মশকরে মুখ খুলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে সামনে মদ ফলেে দলিনে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে মশক ধোয়ার নর্িদশে দনেন।ি যদি মদ নাপাক হত, তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জানয়িে দতিনে যে মশকটি নাপাক এবং তাকে সটেি ধোয়ার নর্িদশে দতিনে।

আর মদকে বস্তুগতভাবে নাপাক গণ্যকারী ব্যক্তরিা যে আয়াতটি দয়িে দললি দনে: “হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি, ভাগ্য নর্িণয়রে তীর এগুলো رِجْس (নাপাক), শয়তানী কাজ।” এখানে আল্লাহ 'নাপক' কে কর্ম বলে বশিষেতি করে উল্লখে করছেনে যে, এটি 'কর্মগত নাপাক'। আয়াতে বলছেনে: "এগুলো رِجْس (নাপাক), শয়তানী কাজ"। তনিি এটাকে বস্তুগত নাপাক গণ্য করনেন।ি এর প্রমাণ হলো জুয়া, মূর্তি ও ভাগ্য নর্িণয়রে তীর নাপাক বস্তু নয়। এই বস্তুগুলো নাপাক হওয়ার ব্যাপারে উদ্ধৃত বধিয়ে এবং মদ নাপাক হওয়ার ব্যাপারে উদ্ধৃত বধিয়ে অভন্নি বধিয়ে। তাই কোনোভাবে অভন্নি বধিয়ে দয়িে দুটো উদ্দশ্যেরে ক্ষত্রেে ভন্নি দুটো অর্থ গ্রহণ করা জায়যে নয়; যতক্ষণ না ভন্নি কোনো দলীল ভন্নি কোন অর্থ

নর্িদষ্টি না কর।

আর আবু সা'লাবা আল-খুশানীর হাদীসে কাফরেদরে পাত্র নাপাক হওয়ার কারণে ধৌত করার আদশে দয়ো হয়নি। বরং এমন সম্ভাবনা থাকতে পারে যে ধৌত করার নর্িদশে দওেয়া হয়ছে যাতে করে কাফরেদরে পাত্র ব্যবহার থকেে পুরোপুরি বচ্ছিন্নি ও দূরে থাকা সম্ভব হয়। কারণ তাদরে পাত্র ব্যবহার করা তাদরে সংস্পর্শে আসা ও তাদরে কাছাকাছি আসার দকিে ধাবতি করব। আর এটা জ্ঞাত বষিয় যে সম্ভাবনা দয়িে নাপাকি সাব্যস্ত করা যায় না।

যাইহোক, এটি হচ্ছে অ্যালকোহল সম্পর্কে এই প্রশ্নরে উত্তররে প্রথম অংশ। যহেতেু প্রমাণতি হলো যে মদ বস্তুগতভাবে নাপাক নয়, সহেতেু অ্যালকোহলও বস্তুগতভাবে নাপাক নয়। তাই অ্যালকোহল এর পবত্রিতার উপর বহাল থাকব।

আর দ্বতিীয় বষিয়টি হলো: যদি এটি নশ্চিতি হয় য, এই সুগন্ধগিুলোতে অ্যালকোহল আছে এবং পরমিাণে বশেি হওয়ার কারণে সটেি প্রভাবশালী তাহলে কি এগুলো পান করা ছাড়া অন্য ক্ষত্রেে ব্যবহার করা যাব? এর উত্তরে বলা হব: আল্লাহ তাআলা বলনে: "তোমরা এ সব থকেে দূরে থাকো।" আল্লাহর এই বাণী সকল প্রকার ব্যবহাররে ক্ষত্রেে সাধারণ। অর্থাৎ আমরা খাওয়া, পান করা, তলে হসিবে ব্যবহার করা কংিবা অন্য সকল ক্ষত্রেে এগুলো পরহিার করব। নঃিসন্দহে এটি বশেি নরিাপদ। কন্তিু পান করা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষত্রেে এই নষিধোজ্ঞা নর্িদষ্টি হয় না। কারণ আল্লাহ এই পরহিাররে আদশে দওেয়ার পছিনে কারণ উল্লখে করতে গয়িে বলনে: "বস্তুত শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদরে পরস্পররে মাঝে শত্রুতা ও বদ্বিষে সৃষ্টি করতে এবং তোমাদরেকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থকেে বরিত রাখতে চায়। অতএব তোমরা কি (এসব) পরহিার করবে না?" আর এই অবস্থা পান করা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষত্রেে ঘটে না। সুতরাং আল্লাহভীতরি জায়গা থকেে এই সমস্ত সুগন্ধি পরহিার করা উচতি। তবে নশ্চিতিভাবে এগুলোকে হারাম বলা সম্ভব নয়।..." [সমাপ্ত][ফাতাওয়া নূরুন-আলাদ্দারব, শাইখরে ওয়বেসাইট থকেে গৃহীত]

তনি:

অন্যদকিে প্রসাধনী সামগ্রীর উপাদানরে বধিান সম্পর্কে জানতে 20226 ও 26799 নং প্রশ্নরে উত্তর দখেুন।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।